দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 28 MAY 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শেকৃবির একটি অনুষদে পাঁচ মাস তালা

■ শেকৃবি সংবাদদাতা

শিক্ষা জীবন থেকে পাঁচটি মাস ঝরে গেল রাজধানীর শেরেবাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এগ্রিবিজনেস ম্যানেজমেন্ট অনুষদের প্রায় ৭০০ শিক্ষার্থীর। দীর্ঘ সময় যাবৎ এ অনুষদে ক্লাস পরীক্ষাসহ সকল একাডেমিক কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। বিএসসি ইন এগ্রিবিজনেস ডিগ্রির পরিবর্তে বিবিএ (এগ্রিবিজনেস) ডিগ্রির দাবিতে এ অনুষদের স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীরা ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করছে। চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ক্লাস পরীক্ষা বর্জন করে এখনো ডিগ্রি এবং ডিগ্রির প্রয়োজনীয় কোর্স কারিকুলামের দাবিতে ক্লাসে ফিরছে না শিক্ষার্থীরা। ফলে অনুষদটি দীর্ঘ পাঁচ মাস ধরে অচল অবস্থায় পড়ে আছে। প্রত্যেক ক্লাস রুমে ঝুলছে তালা। তবে এখনো পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের এ দাবির ব্যাপারে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

অসহায় সাতশ শিক্ষার্থী

চলতি বছরের ২৭ মার্চ বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় শিক্ষার্থীদের দাবিটি পাস হয় এবং ডিগ্রির প্রয়োজনীয় কোর্স কারিকুলামের জন্য কমিটি করা হয়। সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় কমিটির তৈরি করা কারিকুলাম উপস্থাপিত হয় এবং তা নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষকদের মধ্যে জটিলতার সৃষ্টি হয়। অবশেষে কারিকুলামটি পাস হয়নি। ফলে গত শনিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট সভায় ডিগ্রির নাম পাস হলেও কারিকুলামের বিষয়টি উপস্থাপিত হয়নি।

ডিগ্রির কারিকুলাম সিন্ডিকেট সভায় পাস হয়ে ইউজিসিতে পৌঁছতে পুরো বছরই লেগে যেতে পারে এমনটাই আশংকা করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষক। একাধিক শিক্ষক বলেছেন, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন থেকে আরো সময় নষ্ট হবে। পুরো বছরই লেগে যেতে পারে কারিকুলাম এবং সিলেবাস তৈরি করতে। প্রশাসনের দুর্বলতার কারণে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন থেকে এতগুলো সময় নষ্ট হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক শিক্ষক। তারা জানান, কারিকুলাম নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষকের মধ্যে মতের ভিন্নতা রয়েছে। এ নিয়ে একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় বিভিন্ন শিক্ষকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। যাদের দ্বারা ডিগ্রিটির কারিকুলাম তৈরি করা হয়েছে তাদের একজন ছাড়া অন্যরা কেউই বিবিএ ডিগ্রি বিশেষজ্ঞ নন। ফলে যে যার মত করে কারিকুলামে নিজেদের কোর্স প্রবেশ করিয়ে কারিকুলাম তৈরি করেছেন বলে মন্তব্য করেছেন তারা।

শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত তাদের অভিভাবকরা। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন থেকে শোকজ পত্র পাঠানো পর এ আন্দোলনের ব্যাপারে জানতে পেরেছেন অভিভাবকরা। তারা হতাশা এবং উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। অনেক অভিভাবক ছুটে আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। আবার অনেকে বিভিন্ন শিক্ষকদের কাছে ফোনে যোগাযোগ করছেন এ বিষয়টি সুরাহার জন্য।

একাধিক অভিভাবক জানান, শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন থেকে এতগুলো দিন নষ্ট হয়ে গেল অথচ প্রশাসনের এ ব্যাপারে তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। বরং তারা শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করে নিজেদের স্বার্থ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। তবে এ ডিগ্রি নিয়েও শিক্ষার্থীদের নতুন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে বলে জানিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের একাধিক শিক্ষক।

তারা জানান, এ ডিগ্রি নিয়ে শিক্ষার্থীরা কৃষি সেক্টরের কোন চাকরিতে আবেদন করতে পারবে না। ডিগ্রিটির সাথে বিএসসি থাকলে হয়তো আবেদন করতে পারতো। অপরদিকে কৃষি অনুষদের শিক্ষার্থীদের মত পাচ্ছে না বিসিএস কোটা। আবার সাধারণ বিবিএ ডিগ্রির কাছে এই ডিগ্রিটি একেবারেই তুচ্ছ। তবে ডিগ্রিটি নাম বিএসসি ইন এগ্রিকালচার এন্ড এগ্রিবিজনেস বা বিএসসি ইন এগ্রিকালচারাল ইকনোমিক্স হলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ভালো হত। কারণ এ ডিগ্রিগুলো বিএসসিসহ সকল চাকরি ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ ধরনের একটি ডিগ্রি না দিলে ভবিষ্যতে আবারও আন্দোলন হতে পারে। কারণ শিক্ষার্থীরা চাকরি না পেলে আন্দোলনে নেমে পড়বে।